ঈদুল ফিতরের খুতবা

“বিশ্বব্যাপী বসবাসকারী সকল আহমদীকে খোদা তা’লা ঈদের প্রকৃত আনন্দ দান করুন”

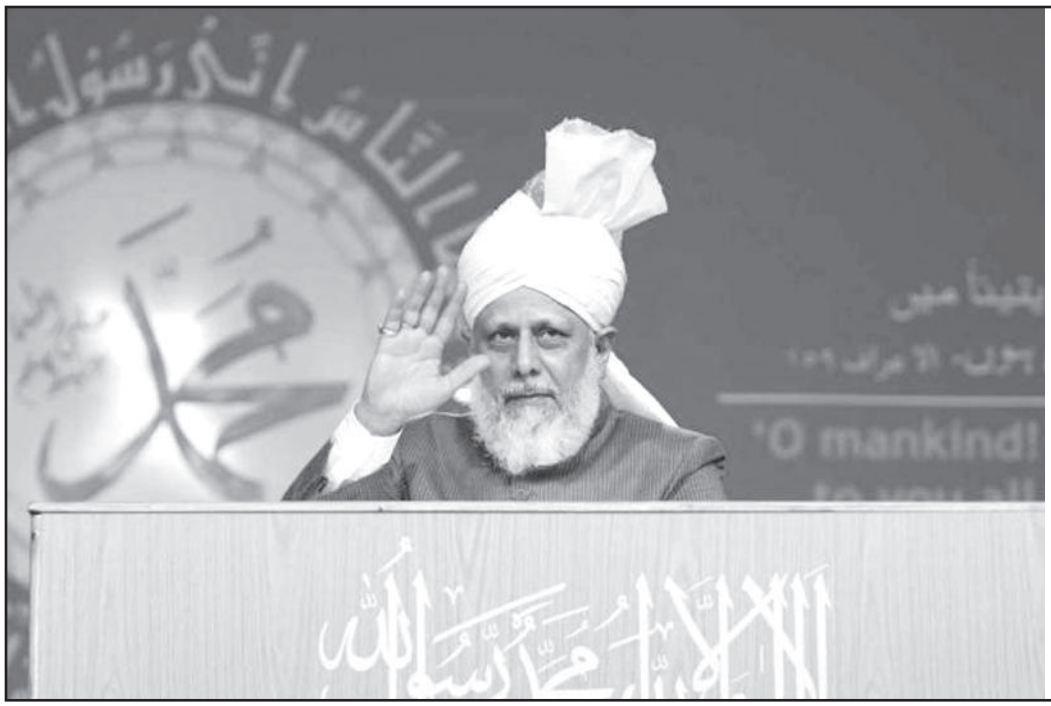

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১০ আগষ্ট, ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

“শুধু মুখে বলে দেয়া যে, আমরা আহমদী হয়ে গেছি, এতে কোন লাভ নেই, যতক্ষণ না এর সাথে আমল যুক্ত থাকে। অতএব নিজেদের ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র সুরক্ষাই সেই ঈদ, যার আমাদের প্রয়োজন, আর এটিকেই আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। এটিই সেই প্রকৃত-ঈদ, যা খোদা তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আমাদের উদযাপন করার চেষ্টা করা উচিত”

খোদা তা’লার ফযলে আজ আমরা আমাদের জীবনে আরো একটি ঈদুল ফিতর দেখছি। পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীকে খোদা তা’লা ঈদের প্রকৃত-আনন্দ দান করুন। এই ঈদ, যা রমযানের পরে আসে, এতে অনেক লোক আমাকে রমযানের শুরুতেই পত্র লখা শুরু করে দেয়, এমনকি রমযান শুরু হওয়ার পূর্বেই লিখেন যে, রমযান আসন্ন, দোয়া করুন যেন এর কল্যাণরাজি থেকে আমরা কল্যাণমন্ডিত হতে পারি। রমযানে এমন অসংখ্য চিঠি পত্রাদি এসে থাকে যে, আল্লাহ্ তা’লা যেন আমাদেরকে এই দিনগুলির কল্যাণরাজি থেকে কল্যাণমন্ডিত করেন। আর এটি কেবল পত্র লেখকরাই নয় বরং এমন অসংখ্য আহমদী রয়েছেন, যারা রমযানের বরকত ও কল্যাণ থেকে উপকৃত ও কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে থাকেন। যারা এর প্রকৃত

কল্যাণরাজি থেকে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবস্থা পরিবর্তন করে তাঁর নৈকট্য দান করেন। একটি হাদীসে এসেছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন– ***"হুয়া শাহরুন আওয়ালুহু রাহমাতুন ওয়া আওসাতুহু মাগফেরাতুন ওয়া আখেরাতুহু ইতকুম মিনান্নার"*** অর্থাৎ এটি এমন একটি মাস যার প্রথম দশক রহমতের, দ্বিতীয় দশক মাগফেরাতের এবং তৃতীয় দশক আগুনের আযাব থেকে বাঁচার।

"আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত আদেশ-নিষেধ সাময়িক কোন মাসের জন্য নয়, বরং তা এমনই আদেশ নিষেধ, সর্বদা যার ওপর আমল করার জন্য খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন"

অতএব সেই মাস, যাকে রসূল করীম (সা.) রহমতের, মাগফেরাতের এবং আগুনের আযাব থেবে বাঁচার মাস হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, এর চেয়ে বেশী আর কোন্ মাস আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজীকে আকর্ষণকারী হতে পারে? এ মাসে আল্লাহ্ তা'লা এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'লার বান্দা এই সকল উপকরণাদি থেকে উপকার লাভ করে, এই সকল মাধ্যম সমূহকে ব্যবহার করে, যা তাঁর প্রভু-প্রতিপালক একজন মু'মিনের জন্য সরবরাহ করেছেন, তাহলে এর পরিণামে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজী লাভ করে আল্লাহ্ তা'লার রহমত ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়।

এই তিনটি শব্দ বা এই তিনটি বাক্য যা ব্যবহার করা হয়েছে, যদি এতে দৃষ্টি দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার এমন দৃশ্য দেখা যায়, ভালবাসার এমন বহির্প্রকাশ হয়ে থাকে, যা মানুষের ইহকাল ও পরকালকে সুসজ্জিত করে দেয়। বলা হয়েছে, এতে রহমত আছে। রহমতের অর্থ হল কারো জন্য অসীম দয়া ও সহানুভূতি রাখা। অসীম নম্রতা ও কোমলতার অধিকারী হওয়া। অনেক বেশী সাহায্য-সহযোগিতা করা, ভুল-ত্রুটি দেখে ক্ষমা করা। তারপর রয়েছে মাগফেরাত। আর এটি যদি আল্লাহ্ তা'লার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে এর অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লা গুনাহসমূহকে ঢেকে দিয়েছেন, ক্ষমা করেছেন। মানুষকে সতর্ক করে গুনাহ সমূহের শাস্তি থেকে নিরাপদ করেছেন। তারপর রয়েছে ***'ইতকুম মিনান্নার'*** যার অর্থ হল আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করা।

অন্যভাবে আমরা এটিও বলতে পারি যে, শয়তান থেকে মুক্তি লাভ হয়, কেননা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণই জাহান্নামের আগুন অথবা শয়তানই জাহান্নাম। যখন শয়তান বলেছিল, আমি সরল-সুদৃঢ় পথে অবস্থান নেব, যেন তাদেরকে প্ররোচিত করতে পারি, আল্লাহ্ তা'লার পথ থেকে জাগতিক লোভ-লালসা দেখিয়ে প্ররোচিত করতে থাকি, তাদেরকে পুণ্য কাজ থেকে দূরে সরাতে থাকি।

অত:পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন– ***"লিমান তাবেয়াকা মিনহুম লা আমালা আন্না জাহান্নামা মিনহুম আজমাঈন"*** অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যে-ই তোমার অনুবর্তিতা করবে, আমি তোমাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। অতএব শয়তানের আনুগত্য ও অনুবর্তিতার নামই জাহান্নাম।

আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাকে শয়তান থেকে মুক্তি দান করে তার ওপর দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দান করেন এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেন।

দেখুন, রমযানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর কত বড় অনুগ্রহের দরজা খুলেছেন। শুধু জাহান্নাম থেকেই মুক্তি দান করেন নি বরং জান্নাতের দরজাও খুলে দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি কি এই রমযান থেকে সেই কল্যাণ লাভ করেছে, যারা এই রমযান পেয়েছে, রোযা রেখেছে অথবা এর কোন শর্ত মেনেছে? নাকি শুধুমাত্র এই একটি রমযানেই সেই সকল শর্তসমূহ পূর্ণ করে সারা বছরের জন্য বা সারা জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার রহমত লাভ করে ফেলেছে? মাগফেরাতও কি পেয়ে গেছে? তারা কি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার অংশ পেয়ে গিয়েছে? আর শয়তান থেকেও মুক্তি লাভ করেছে? নাকি রমযানে কৃত পুণ্যকর্মকে সারা জীবনের অংশ বানানো প্রয়োজন?

কুরআন শরীফ এই সকল হেদায়াতে পরিপূর্ণ যে, পুণ্য কাজের ধারাবাহিকতা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানের কারণ হয়। এটি তখনই সম্ভব, যখন খোদা তা'লা ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। রোযা সম্পর্কিত যে আয়াত রয়েছে, এতে আল্লাহ্ তা'লা নিজের নৈকট্য সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এই শর্তসাপেক্ষে যে, ***"ফালইয়াসতাজিবুলি ওয়াল ইউমিনুবি"*** অর্থাৎ অতএব আমার অনুগ্রহ ও নৈকট্য যারা চায়, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ তো সাময়িক কোন মাসের জন্য নয়, তা এমন আদেশ-নিষেধ, যার ওপর সর্বদা আমল করার জন্য খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন।

যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ খোদা তা'লার আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করা হয়, তখন এর পরিণাম কি হবে? বলা হয়েছে, এমন লোকেরা সঠিক পথে থাকবে, হেদায়াত লাভকারীদের সাথে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে সুপথ প্রাপ্তি ও হেদায়াত লাভের জন্য দোয়াও শিখিয়েছেন। এই সুপথ প্রাপ্তি ও হেদায়াত সাময়িক ভাবে গ্রহণের ফলে এর কোন উপকার নেই। উপকার তখনই সাধিত হবে যখন স্থায়ীভাবে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআনে যা এসেছে তা হল ***"লা আল্লাহুম ইয়ারশুদুন"*** অর্থাৎ যাতে তারা হেদায়াত পেয়ে যায় এবং সফলতা অর্জন করে। এই সাধনা প্রকৃত-অর্থেই তারা শয়তান থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এবং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের আশায় করেছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের এমন রাস্তায় পরিচালিত করেন যা সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা।

নিজের দিকে আনয়নকারীকে আল্লাহ্ তা'লা কি সাময়িক রাস্তা সমূহ চিহ্নিত করেন? আল্লাহ্ তা'লার রাস্তা তো স্থায়ী জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা। মানুষ যদি শয়তান থেকে বেঁচে চলে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করে। তার প্রত্যেক কর্ম ও ইবাদত তাকে এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় যে, আমাকে খোদা তা'লা দেখছেন। আর যখন তার মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় তখন বান্দাও খোদা তা'লাকে দেখে থাকে, তাঁর শক্তির মহিমা প্রত্যক্ষ করে। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সান্ত্বনা অনুভব করে এবং দোয়া কবুল হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে।

অতএব এটি সেই মর্যাদা যা অর্জন করা

"যে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে নিজ ঈমানের দৃঢ়তার জন্য খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী পুণ্যকাজ করে, তাকে খোদা তা'লা এরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর এটা এমন প্রতিদান, কখনো যা শেষ হবার নয়"

একজন মু'মিনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। গতকাল পর্যন্ত আমরা কুরআন করীমের কতক আদেশ-নিষেধের ওপর দৃষ্টি দিচ্ছিলাম। আমরা দেখছিলাম যে, কিভাবে সেই সকল আদেশ-নিষেধের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সেটিকে বুঝে, তারপর এটির ওপর আমল করে আমরা খোদা তা'লার নিকটে পৌঁছতে পারি। কিভাবে আমরা উন্নতি করতে করতে খোদা তা'লার এতটা নিকটে পৌঁছতে পারি, যেখানে আমরা এটি অনুভব করব যে, শুধুমাত্র খোদা তা'লাই আমাদের দেখছেন না বরং আমরাও খোদা তা'লাকে দেখছি। এই মর্যাদা অর্জনের জন্য আমরা পরিপূর্ণভাবে শয়তান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিলাম আর এটির প্রয়োজনও রয়েছে। খোদা তা'লার সকল ছোট ছোট আদেশের ওপর আমল করে শয়তানকে তিরস্কারের চেষ্টা করছিলাম। খোদা তা'লার রহমত, মাগফেরাত এবং আগুন থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম, যেন প্রকৃত ঈদ উদযাপন করতে পারি। কেননা শয়তান থেকে নিজেকে মুক্ত করে খোদা তা'লার সমীপে নিজেকে নিবেদন করাই প্রকৃত ঈদ।

আল্লাহ্ তা'লা করুন, প্রকৃত এই ঈদ যেন আমাদের মাঝে অনেকের ভাগ্যে জোটে। ***'ওয়াল ইউমিনুবি'***-এর শর্তসমূহ পূর্ণ করে যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার দৃষ্টি অর্জনকারী হতে পারি। কেননা এই সকল শর্ত পূর্ণ করা ব্যতীত আমরা শয়তান থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারব না আর এই সকল শর্ত পূর্ণ করা ব্যতীত খোদা তা'লার সাথে সেই সম্পর্ক যা খোদা তা'লা আমাদের থেকে চান, তা সৃষ্টি করতে পারব না।

অতএব রমযানের খুতবাসমূহে আমি খোদা তা'লার যে সকল বিধি-নিষেধ উল্লেখ করেছি, তা শয়তান থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ও ঈমানের রাস্তা অন্বেষণের একটি অংশ ছিল। এগুলো তো সেই সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, যেগুলো করার মাধ্যমে মানুষ শয়তানের হাত থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত-ঈদ পালন করতে পারে।

অতএব প্রকৃত ঈদের জন্য তো খোদা তা'লার ওপর পরিপূর্ণ ঈমান থাকা আবশ্যক এবং সেই সকল গুণাবলী সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যা পরিপূর্ণ ঈমানদার বানায়, প্রকৃত ঈদের উত্তরাধিকারী বানায়। এরজন্য গতকালও আমি যেভাবে বলেছি, সারা বছর কুরআন শরীফকে সামনে রাখা প্রয়োজন। মুখে বলা ঈমানের দাবীকে আমলের মাধ্যমে প্রমাণ করা প্রয়োজন। কুরআন করীম এ বিষয়ে আমাদেরকে কি দিক নির্দেশনা প্রদান করে? বলা হয়েছে, এটি কোন সহজ রাস্তা নয়, কখনও কখনও তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে, আর এটি পরীক্ষারই সময়।

শয়তান যখন বলে যে, বান্দা যদি বিন্দু পরিমাণও দুর্বলতা দেখায়, তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ তার ঘাড় চেপে ধরি। রমযানের দিনগুলোতে শয়তান যখন শিকলাবদ্ধ ছিল, খোদা তা'লা বান্দাদের ওপর নিজ বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং মানুষ কতক পুণ্য কাজ করে, ২৯-৩০ দিন রোযা রেখে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অনুগত হয়ে নিজ সত্ত্বাকে শয়তানের আওতা থেকে মুক্ত করেছিল অথবা করার চেষ্টা করছিল, আর এক পর্যায়ে সফলও হয়েছিল। রমযানের পর যদি মানুষের ওপর পরীক্ষার সময় আসে, আর এতে বান্দা যদি ঈমানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না থাকে, জাগতিকতার দিকে পুনরায় দৃষ্টি চলে যায়, বিন্দু পরিমাণও দুর্বলতা দেখায়, তাহলে শয়তান আবার তার ওপর আক্রমণ করবে এবং এটি অসম্ভব কিছু নয় যে, সে আবার তাকে নিজ করায়ত্বে নিয়ে নিবে। কিন্তু বান্দা যদি দরিদ্র হয় অথবা স্বচ্ছল, কষ্টে থাকুক বা আরামে, এই অবস্থায় সে যদি খোদা তা'লার দিকে ঝুঁকে থাকে, নিজের ঈমানকে রক্ষা করে, তাহলে খোদা তা'লার ভালবাসার দৃষ্টি বান্দার ওপর পূর্বের তুলনায় অধিক হারে পড়তে থাকবে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন, আমার প্রতি ঈমান আন। তাহলে ঈমানের এই মানদন্ড, যা খোদা তা'লা আমাদের থেকে চান, কোন অবস্থাতেই তাঁর আঁচল ছাড়বেনা আর কোন অবস্থাতেই তাঁকে ভুলবেনা, কেননা, এগুলো ব্যতীত খোদা তা'লার পুরস্কাররাজি ও অনুগ্রহ মানুষের ওপর হয় না। যখন এগুলো হবে, তখনই আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত পুরস্কাররাজি এবং অনুগ্রহ একজন মু'মিনের জন্য প্রকৃত ঈদের কারণ হয়।

অত:পর এটিও প্রকাশ থাকে যে, ঈমান শুধু আল্লাহ্ তা'লার হক্ আদায় করা ও তাঁর ইবাদত করার নাম নয়, বরং বান্দার হক আদায় করাকেও আবশ্যকীয় আখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যেক ধরনের পুণ্যকাজ করাকে আবশ্যকীয় করেছেন এবং প্রত্যেক স্থানেই ঈমান ও পুণ্যকাজের শর্ত রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***"ওয়া আম্মা মান আমানা ওয়া আমেলা সালেহান ফালাহু জাযাউনিল হুসনা ওয়া ছানাকুলু লাহু মিন আমরিনা ইউসরা"***

অর্থাৎ আর যারাই ঈমান এনেছে এবং পুণ্যকাজ করেছে, পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য কল্যাণই কল্যাণ রয়েছে এবং অবশ্যই আমরা তার জন্য সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

'হুসনা' এর অর্থ হল উত্তম বস্তু, উত্তম পরিণাম, জান্নাত এবং সফলতা। সুতরাং কতইনা সুন্দর পুরস্কার সমূহ। যে ব্যক্তি এসব পেয়ে যায়, তার কাছে এর থেকে বেশি ঈদ আর কি হতে পারে! আর এই ঈদেরই সন্ধান আমরা করছি। যার জন্য খোদা তা'লা সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার ঈদ অন্য আর কি হতে পারে।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন– ***"ইন্নাল্লাহা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাহুম আজরুন গায়রু মামনুন"*** অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান। প্রতিদান সেই জিনিস, যা কোন কাজের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে নিজ ঈমানের দৃঢ়তার জন্য খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী পুণ্যকাজ করে, তাকে খোদা তা'লা এরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর এটা এমন প্রতিদান, কখনো যা শেষ হবার নয়।

মানুষ যদি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদা তা'লার খাতিরে পুণ্যকাজ করে বা ভাল কাজ করে, তাহলে একটি পুণ্য থেকে

"প্রত্যেকের জান্নাত তার নিজস্ব ঈমান ও আমলে-সালেহ্-র মাঝে নিহিত, এর আস্বাদন লাভ এই পৃথিবীতেই শুরু হয়ে যায়"

আরেকটি পুণ্যের সৃষ্টি হতে থাকে আর নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদানের ধরাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। যে ব্যক্তি এটি পেয়ে যায় তার কাছে এর চেয়ে বড় ঈদ আর কি হতে পারে? তারপর আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদের জন্য পুরস্কারের অতিরিক্ত দরজাসমূহ খুলে দেন। যেভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, একটি পুণ্যের পরে দ্বিতীয় পুণ্যের তৌফিক লাভ হয়। পুণ্যকাজসমূহ বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। কতক আহমদী আমাকে লিখেন, খোদা তা'লার খাতিরে আমরা অমুক কাজ করেছি, অমুক চাঁদা দিয়েছি, মালী কুরবানী করেছি, ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা এমন অনুগ্রহ করেছন যে, এখন মনে হয় এর থেকে বড় ধরণের কুরবানী করি অথবা একটি পুণ্য কাজের বিনিময়ে খোদা তা'লা আর একটি পুণ্য কাজেরও তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন– ***"ওয়াল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতে লানুকাফ্‌ফারান্না আনহুম সায়ই আতাহুম ওয়ালা নাযযি আন্নাহুম আহসান্নাল্লাযি কানু ইয়া'মালুন"***

অর্থাৎ আর যারা ঈমান আনে ও পুণ্যকাজ করে, নিশ্চয় আমরা তাদের মন্দসমূহ দূর করে দিব আর তাদের উত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দিব, যা তারা করত। অতএব যখন ঈমান ও পুণ্যকাজের সাথে আল্লাহ্ তা'লা মন্দসমূহ দূর করার ও উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিচ্ছে, তখন এর চেয়ে বড় ঈদ আর কি হবে। এই প্রতিদান এই পুরস্কারসমূহ ও এই প্রাপ্যতা কি? আল্লাহ্ তা'লা বলেন– ***"ওয়াবাশ্‌শিরিল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতে আন্নালাহুম জান্নাতু তাজরি মিন তাহ্‌তেহাল আনহার"*** অর্থাৎ আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তুমি তাদেরকে এমন সব বাগানের সুসংবাদ দাও, যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ, জান্নাতের বাগানসমূহের সুসংবাদ এবং এর নদ-নদীর মালিক হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আর পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত হওয়ার অর্থ হল জান্নাতে যে সকল বাগান পাবে, সেখানে যে সকল নদ-নদী থাকবে সেগুলোর মালিক হবে। এর আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

যাহোক, যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী কাজ করে, তার জন্য এর চেয়ে বড় খুশি আর কি হতে পারে। এই সুসংবাদ সব ঈদের চেয়েও উত্তম ঈদ অথবা সব ঈদের চেয়ে বড় ঈদ, যাতে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আর এই ঈদের অনুসন্ধান করা আমাদের প্রয়োজন এবং করা উচিতও। এই সুসংবাদ লাভ করলে শয়তান থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় ঈমান, পুণ্যকাজ ও জান্নাতের সুসংবাদ সম্পর্কে কিছু উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন– কুরআন করীমে যেখানে বেহেশ্‌তের উল্লেখ করা হয়েছে, তার পূর্বে ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর পুণ্যকাজের। আর ঈমান ও পুণ্যকাজের প্রতিদান ***"জান্নাতুন তাজরি মিন তাহাতিহাল আনহার"*** বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানের প্রতিদান জান্নাত আর এই জান্নাতকে সর্বদা সবুজ শ্যামল রাখার জন্য যেহেতু নদ-নদীর প্রয়োজন হয়, এ কারণে সেই নদ-নদীসমূহ পুণ্যকাজের প্রতিদান। আর প্রকৃত সত্য এটিই যে, সেই পুণ্যকাজই পরকালে প্রবাহিত নদ-নদীরূপে প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ এই কাজসমূহ যা মানুষ এই পৃথিবীতে করে থাকে, তা পরকালে প্রবাহিত নদ-নদীরূপে পানিদানকারী ঝর্ণার ন্যায় সেই কাজগুলো পরিলক্ষিত হবে। এই কাজগুলোই ঝর্ণার রূপ ধারণ করবে। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, মানুষ পুণ্যকাজে কতটা উন্নতি করে, খোদা তা'লার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে চলে এবং অত্যাচার, বিদ্রোহ ও আল্লাহ্ তা'লার বিধি নিষেধের সীমালঙ্ঘন করাকে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার যে সকল নিষেধ রয়েছে, তা থেকে বেঁচে চলে নিজের ওপর যুলুম ও অত্যাচার করে না। তদ্রুপ তার ঈমানও বৃদ্ধি পায় আর প্রত্যেক নতুন পুণ্যকাজে তার ঈমানে একটি দৃঢ়তা ও হৃদয়ে শক্তি আসে এবং প্রত্যেক নতুন কাজ যা সময়োপযোগী পুণ্যকাজ, তা করে তার ঈমানকে বৃদ্ধি করে তার ঈমানে উন্নতি হয় এবং হৃদয়ে একটি শক্তি সঞ্চারিত হয়। খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞানে সে স্বাদ পেতে থাকে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে মু'মিনের হৃদয়ে খোদা তা'লার প্রেম ও ভালবাসার এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও অনুগ্রহেই সৃষ্টি হয়।

এসব কিছু বান্দার কীর্তি নয় বরং এটিও আল্লাহ্‌র দান ও পুরস্কার। এ থেকেই হৃদয়ে কল্যাণ লাভ হয়। তার সমস্ত সত্ত্বা এই ভালবাসা ও আনন্দে পরিপূর্ণ পাত্রের ন্যায় ভরে যায় এবং খোদা তা'লার জ্যোতি তার হৃদয়কে পুরোপুরি ঘিরে ফেলে আর প্রত্যেক ধরণের অমানিশা, কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা দুর করে দেয়। বলা হয়েছে– এই অবস্থায় সকল সমস্যা ও বিপদাবলী, যা খোদা তা'লার রাস্তায় তাদের জন্য এসে থাকে, তা তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সংকীর্ণমনা করতে পারে না।

খোদা তা'লার রাস্তায় যদি কোন সমস্যা ও বিপদাবলী এসে যায়, তাহলে হতাশ হয় না, অস্থির হয় না বরং তিনি বলেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও সংকীর্ণ করতে পারে না বরং তারা এর স্বাদ অনুভব করে। এটিই ঈমানের সর্বশেষ স্তর। অর্থাৎ এর পরে মানুষ এমন স্তরে পৌঁছায় যে, দুঃখ ছাড়াই তারা স্বাদ অনুভব করে। বলা হয়েছে যে, উচু স্তরের এবং নিম্ন স্তরের ঈমান উভয়টি আসলে খোদা তা'লার অনুগ্রহে দান করা হয়ে থাকে।

ঈমানের বিভিন্ন স্তর আছে, আর যা সর্বশেষ স্তর, তা খোদা তা'লার পুরস্কারও দান। খোদা তা'লার অনুগ্রহে দান করা হয়ে থাকে। এ কারণে বেহেশ্‌তেরও সাতটি দরজা রয়েছে আর অষ্টম দরজা অনুগ্রহের সাথে খুলে। সাতটি দরজা পুণ্য কাজের জন্য ও ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আর অষ্টম দরজা খোদা তা'লার অনুগ্রহে খুলে। যাহোক, এ কথা স্মরণ রাখার মত যে, পরকালে যে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে, তা নতুন কোন জান্নাত ও জাহান্নাম হবে না বরং তা মানুষের ঈমান ও আমলেরই একটি প্রতিচ্ছবি মাত্র। আর এটিই তার আসল ফিলোসফী বা দর্শন। এটি এমন কোন জিনিস নয় যা বাহির থেকে আসার পর মানুষ লাভ করে, বরং মানুষের ভিতর থেকেই তা বের হয়। মু'মিনের জন্য সর্বাবস্থায় এই পৃথিবীতেই জান্নাত বিদ্যমান থাকে। আর যদি এই পৃথিবীর যে জান্নাত রয়েছে তা লাভ হয়ে যায় এবং ঈমান দৃঢ় হয় ও পুণ্য কাজের তৌফিক হয়, তাহলে এটিই ঈদ।

"দোয়াতে পাকিস্তানের আহমদীদের স্মরণ রাখুন, যারা লাগাতার পরীক্ষা ও বিপদাবলী সত্ত্বেও খোদা তা'লার অনুগ্রহে নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করছে, কুরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য দ্রুত স্বাচ্ছন্দের উপকরণ সৃষ্টি করুন। পৃথিবীর যে কোন দেশ যেখানে আহমদীয়াত সমস্যার সম্মুখীন, সেসব দেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আহমদীয়াতের জন্য শাহাদত বরণকারী শহীদদের পরিবার পরিজনের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সর্বদা উত্তম উপকরণ সৃষ্টি করুন।"

তিনি (আ.) বলেন, এই পৃথিবীর জান্নাত পরকালে তার জন্য প্রতিশ্রুত-জান্নাত হবে। অর্থাৎ এই পৃথিবীর জান্নাত যে লাভ করেছে, যে সকল পুণ্যকাজের তৌফিক লাভ করেছে ইবাদত ও স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌র বিধি নিষেধের ওপর আমল করার সৌভাগ্য যার হয়েছে, তার জন্য এটিই প্রতিশ্রুত জান্নাত। এটিই সেই জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে পরকালে। পরকালে এটিই হবে প্রতিশ্রুত জান্নাত।

অতএব, এটি এমন একটি সত্য ও পরিষ্কার কথা যে, প্রত্যেকের জান্নাত তার ঈমান ও আমলে সালেহের মাঝে নিহিত, যার স্বাদ এই পৃথিবীতেই শুরু হয়ে যায়। আর এই ঈমান ও আমলকে অন্যভাবে বাগান ও নদ-নদীরূপে দেখা যায়। আমি সত্য বলছি ও আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে এই পৃথিবীতেই বাগান ও নদনদী দেখা যায় আর পরকালেও বাগান ও নদনদী খোলা অবস্থায় দেখা যাবে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন– ঈমানকে আমলে সালেহর বিপরীতে রাখা হয়েছে অর্থাৎ ঈমানের ফলাফল তো বাগান এবং আমলে সালেহর ফলাফল হল নদ-নদী। অতএব বাগান যেভাবে নদী ও পানি ব্যতীত দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত জিনিস ও দীর্ঘস্থায়ী নয়, তদ্রূপ ঈমানও আমলে সালেহ্ ব্যতীত কোন কাজের নয়। আবার অন্যত্র ঈমানকে বৃক্ষরাজির সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, সেই ঈমান, যার দিকে মুসলমানদের ডাকা হয়, তা বৃক্ষ-লতা এবং আমলে সালেহ্ সেই বৃক্ষ-লতাকে সেচ দেয়।

অতএব এই বিষয়ে যত বেশী চিন্তাভাবনা করা হবে, ততই এর তত্ত্বজ্ঞান বুঝা যাবে। যেভাবে একজন কৃষকের জন্য প্রয়োজন বীজ বপন করা, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক কৃষকের জন্য ঈমান যা আধ্যাত্মিকতার বীজ, তা বপন করা জরুরী ও আবশ্যকীয়। আর যেভাবে কৃষক ক্ষেত ও বাগানে পানি সিঞ্চন করে, পানি দেয়, ঠিক সেভাবেই আধ্যাত্মিক বাগান ঈমানের জলসেচের কারণে, আধ্যাত্মিক ঈমানের বাগানের পানি সিঞ্চনের জন্য আমলে সালেহ্‌র প্রয়োজন রয়েছে। স্মরণ রাখ যে ঈমান আমলে সালেহ্ ব্যতীত এমন অসম্পূর্ণ, যেভাবে একটি ভাল বাগান, নদী-অথবা অন্য কোন ভাবে পানি সিঞ্চনের মাধ্যম ব্যতীত বেকার বা তুচ্ছ।

আবার তিনি (আ.) বলেন, গাছ যতই ভাল জাতের হোক বা উত্তম ফলদানকারী হোক, কিন্তু মালিক যখন নিয়মিত পানি দানে অবহেলা করবে, তখন এর পরিণাম কি হবে তা সবাই জানে। একই অবস্থা আধ্যাত্মিক জীবনের ঈমান বৃক্ষের। ঈমান একটি বৃক্ষ, যার জন্য মানুষের আমলে সালেহ্ আধ্যাত্মিকভাবে নদ-নদী হয়ে পানি সিঞ্চনের কাজ করে। আবার যেভাবে প্রত্যেক কৃষককে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন ছাড়াও পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হয়, তদ্রুপ খোদা তা'লা থেকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও বরকতের উত্তম প্রতিদান অর্জনের জন্যও পরিশ্রম জরুরী ও আবশ্যকীয়। অতএব এই পরিশ্রম চেষ্টা-প্রচেষ্টা স্থায়ীভাবে করা উচিত, এটি অত্যন্ত জরুরী। এই বিষয়গুলোই মানুষকে প্রকৃত ঈদের উত্তরাধিকারী বানায়।

তারপর আমলে সালেহ্ কি জিনিস, এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন– কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্‌রও উল্লেখ করেছেন। আমলে সালেহ্ তাকেই বলে, যাতে এক বিন্দু পরিমাণ ফ্যাসাদ নাই। স্মরণ রাখ যে, মানুষের আমলে সর্বদা কু-ধারণা থাকে, আর সেটি কি? কি ধরনের কুধারণা, যা তার আমলে পড়ে থাকে? লোক দেখানো। যখন মানুষ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে অহংকার করে এবং কোন পুণ্যকাজ করলে প্রথমত সে লোক দেখানোর জন্য কোন বিশেষ কাজ করেছে, তারপর কোন পুণ্যকাজ করেছে যার ফলে তার আত্মা ও হৃদয় খুশী হয়েছে যে, আমি একটি বড় পুণ্যকাজ করেছি। আমি কিছু একটা হয়ে গেছি। তারপর স্বেচ্ছাচারীতার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

তারপর এটিও আশা জাগে যে, লোকেরা আমার প্রশংসা করবে। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন– বিভিন্ন ধরনের মন্দকাজ ও গুনাহ তার দ্বারা সংঘটিত হয়। এর দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ সেটি, যার মাঝে যুলুম, অহংকার, লোক দেখানো, দাম্ভীকতা এবং মানুষের অধিকার নষ্ট করার চিন্তাটুকুও না থাকে। এমন চিন্তা-ভাবনা না থাকার নামই আমলে সালেহ্। যেমন পরকালে আমলে সালেহ্‌র দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়, তেমনি পৃথিবীতেও রক্ষা পাওয়া যায়। যদি কোন পরিবারে একজন ব্যক্তি আমলে সালেহ্‌ওয়ালা থাকে, তাহলে সমস্ত পরিবারই রক্ষা পায়।

"শয়তান থেকে নিজেকে মুক্ত করে খোদা তা'লা সমীপে নিজকে নিবেদন করাই প্রকৃত ঈদ"

স্মরণ রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে আমলে সালেহ্ থাকবে না, শুধুমাত্র মান্য করায় উপকৃত হবে না। শুধুমাত্র ঈমান উপকরণে সাধন করায় না। শুধু মুখে বলে দেয়া যে, আমরা আহমদী হয়ে গেছি, এতে কোন লাভ নেই, যতক্ষণ না এর সাথে আমল থাকে। অতএব নিজেদের ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র সুরক্ষাই সেই ঈদ যেটির আমাদের প্রয়োজন। আর এটিকেই আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত।

এটিই সেই প্রকৃত-ঈদ, যা আমাদের উদযাপন করতে হবে শয়তানকে তিরস্কার করে। এটিই সেই প্রকৃত ঈদ যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে আমাদের উদযাপন করার চেষ্টা করা উচিত।

অতএব আজ আমাদের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমরা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ্। নিজেদের আমলকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করব যাতে, খোদা তা'লার অনুগ্রহে নিজেদেরকে আগুনের আযাব থেকে মুক্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিই, যেন শয়তানের থাবা থেকে মুক্ত হতে পারি, যেন প্রকৃত ঈদ যা খোদা তা'লার সান্নিধ্য লাভের ঈদ, তা উদযাপনকারী হই, যেন খোদা তা'লার ওপর ঈমান এনে সর্বদা হেদায়াতের রাস্তার ওপর চলতে পারি এবং তিনি যেন রহমতের দরজা খুলে রাখেন। আমরা বার বার এতে প্রবেশ করে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহকে লাভকারী হই।

ঈমানের দৃঢ়তা ও আমলে সালেহ্‌র মাধ্যমে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হয়ে শয়তান থেকে নিজেদের মুক্তকারী হই, যেন আমাদের প্রতিটি দিন ঈদের দিন হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেকে এর তৌফিক দান করুন।

দোয়ার পূর্বে আমি সকল বন্ধুদের ঈদ মোবারক জানাই। আমি পূর্বেও বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা সবদিক দিয়ে এই ঈদকে বরকতমন্ডিত করুন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যও এবং জামা'তে আহমদীয়ার জন্যও আর সারা পৃথিবীর আহমদীদেরকেও ঈদ মোবারক। আমার মনে হয় আমরা ব্যতীত পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে গতকালই ঈদ হয়েছে। যাহোক, কোথাও সঠিক ঈদ হয়েছে, কোথাও ভুল পদ্ধতিতে হয়েছে। কিন্তু যেখানেই ঈদ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা সকলের জন্য ঈদ মোবারক করুন। কেননা কতক স্থানে চাঁদ দেখা গিয়েছে। আর যে সকল মুসলমান দেশে আহমদী রয়েছে, সেখানে তাদের চাঁদ দেখা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈদ উদযাপন করতে হয়েছে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা সবদিক দিয়ে ঈদকে সবার জন্য মোবারক করুন।

এখন দোয়া হবে, দোয়াতে পাকিস্তানের আহমদীদের স্মরণ রাখুন, যারা লাগাতার পরীক্ষা ও বিপদাবলী সত্ত্বেও খোদা তা'লার অনুগ্রহে নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করছে, কুরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য দ্রুত স্বাচ্ছন্দের উপকরণ সৃষ্টি করুন। পৃথিবীর যে কোন দেশ যেখানে আহমদীয়াত সমস্যার সম্মুখীন, সেসব দেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। এতে বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কিরগিস্তান, কাযাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য দ্রুত স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করুন। আহমদীয়াতের জন্য শাহাদত বরণকারী শহীদদের পরিবার পরিজনের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সর্বদা উত্তম উপকরণ সৃষ্টি করুন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় বন্দীদের জন্য, পাকিস্তানেও বন্দী রয়েছে, সৌদী আরবেও কতক নতুন আহমদী বন্দী রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। আহমদীয়াতের কারণে বা অন্য কোন কারণে মিথ্যা-মামলা মোকদ্দমায় জড়িত আহমদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য, যে মিথ্যা-মামলায় জড়িত, তার মুক্তির ব্যবস্থা করুন। সকল প্রকার সমস্যা জর্জরিত আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূরীভূত করেন। রমযানে আর্থিক কুরবানীকারী আহমদীদের জন্য এবং তাদের জন্যও যারা ধর্মের জন্য ধন, প্রাণ ও সময়ের কুরবানী করছেন, তাদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন।

মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করুন। তাদের মতবিরোধ, আল্লাহ্ তা'লা এবং তার রসূলের নামে অবিচার করার কারণে যে সমস্ত বিপদাবলীতে তারা জর্জরিত, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন এবং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ নিষেধের ওপর আমলকারী নেতা ইসলামী দেশগুলো লাভ করুক। প্রজাদের অধিকার দানকারী নেতা তাদের দান করুন। জনসাধারণও সদিচ্ছায় নিজ দেশের স্বার্থে কুরাবানীকারী হউন। স্বার্থপর আলেমদের হাত থেকে আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম উম্মাহকে মুক্তি দিন। যুগ-ইমামকে মানার সৌভাগ্য তাদের দান করুন। (আমীন!)

ভাষান্তর: *মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন*
মুরব্বী সিলসিলাহ

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv